ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: রানা প্লাজার দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত। এ দুর্ঘটনার পর দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন। তৈরি পোশাক খাতে টিআইবি'র প্রতিবেদনে (২০১৩) সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ মোট ৬৩টি বিষয়ে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত এবং তা থেকে উত্তরণে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক ১০২টি উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তী দুইটি ফলোআপ গবেষণায় দেখা যায়, উল্লিখিত মোট ১০২টি উদ্যোগের মধ্যে ২০১৩-১৪ সালে ২২টি এবং ২০১৪-১৫ সালে ১২টি, অর্থাৎ মোট ৩৪টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্বের অসম্পূর্ণ ৬৮টি উদ্যোগের ক্ষেত্রে গত এক বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে এ গবেষণা পরিচালনা করেছে টিআইবি।

প্রশ্ন: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এ গবেষণার উদ্দেশ্য গত এক বছরে (এপ্রিল ২০১৫ হতে মার্চ, ২০১৬) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- বিগত এক বছরে সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা করা;
- গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরূপণ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

প্রশ্ন: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন যেমন কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, শ্রম মন্ত্রণালয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক, পোষাক শ্রমিক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং চেকলিস্টের মাধ্যমে মালিক, শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নিকট হতে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিআইবি দশ দফা সুপারিশ পেশ করেছে। উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হল তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন, যে সকল কারখানা বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় তাদের টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন, রানা প্লাজা ও তাজরিন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা, যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিক ডাটাবেজ গঠন, পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত সব ধরনের কারখানার সমন্বিত তালিকা তৈরি করা, এবং দ্রুত সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন তৈরি, শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা। অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ দ্রুত কার্যকর করা, কারখানা সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ঋণ সহজ সুদে কারখানা মালিকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে এ তহবিলকে বিশেষ তহবিল হিসেবে বিবেচনা করা। সেইসাথে সকল কারখানায় কল-কারখানা অধিদপ্তরের হটলাইনের নম্বরটি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছে টিআইবি।

প্রশ্নঃ সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তরঃ গবেষণার জন্য কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, শ্রম মন্ত্রণালয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক, পোশাক শ্রমিক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পূর্বানুমতি সাপেক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং চেকলিস্টের মাধ্যমে মালিক, শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের অনুমতি সাপেক্ষে তাদের নিকট হতে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীতে তাদের মতামতই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিজিএমইএ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি দলের সাথে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করে তাদের মতামত এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তরঃ এ গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সব বায়ার, তৈরি পোশাক কারখানা, নিরীক্ষক/পরিদর্শক ও অন্যান্য অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উপস্থাপিত তথ্য তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত উদ্যোগ সমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেয়।

প্রশ্নঃ এই গবেষণা বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পোশাক খাতের ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি?

উত্তরঃ না, এ গবেষণার মাধ্যমে রানা প্লাজা ট্রাজেডি পরবর্তী বিভিন্ন অংশীজন ও সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে যাতে অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিকাশমান শিল্পটির টেকসই উন্নয়ন সাধিত হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় অনেক উদ্যোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন সাধিত হয়েছে যেমন- দুর্ঘটনা পরবর্তী টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে কারখানাসমূহের কাঠামোগত সংস্কারের জন্য আর্থিক সহায়তায় রেমেডিয়েশনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (প্রায় ৪৪%) সাধিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তরঃ টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারেঃ ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোনঃ ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইলঃ info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত